যায়যায়দিন

তারিখ ... OCT 03 2006

বাকৃবি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগকে ধাওয়

পুলিশ-ছাত্রদল সংঘর্ষে আহত ২

ময়মনসিংহ ও বাকৃবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের অবস্থান নেয়াকে কেন্দ্র ক গতকাল সোমবার পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদলের বেশ কয়েক দফা সংঘর্ষ হয় সংঘর্ষে দুই পুলিশ কনস্টেবল এবং ছাত্রদলের ২০ নেতাকর্মী আহত হয়ে আহতদের ময়মনসিংহ মেডিকাল কলেজ হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। দীর্ঘদিন বাকৃবি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের অবস্থান নেয়াকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষ বাধে। উত্তেজ পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জানা যায়, ছাত্রলীগ দীর্ঘদিন পর গতকাল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অব নিলে ছাত্রদল ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ধাওয়া করতে যায়। এ সময় পুলিশ ছাত্রদা ক্যাডারদের বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদলের এ সংঘর্ষ বাধে। এ সময় সহকারী প্র প্রফেসর ড. হারুন অর রশিদ ও কামরুল হাসানসহ বেশ কিছু বিএনপি সমর্থক শি ছাত্রদলের পক্ষে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশের পৃঃ ১ [illegible]

পুলিশ-ছাত্রদল সংঘর্ষে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রশিদের ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে। ছাত্রদল এ সময় টিএসসি ও প্রক্টর কার্যালয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। ছাত্রদলের ক্যাডাররা ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটালে পুরো ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ সংঘর্ষে দুই পুলিশ কনস্টেবল এবং ছাত্রদলের ২০ নেতাকর্মী আহত হয়। পুলিশের ছোড়া রাবার বুলেটে নাজমুল আহসান হলের ছাত্রদলের এজিএস আপেল ও ছাত্রদলের বাকৃবি শাখার যুগ্ম সম্পাদক আবদুর রশিদের অবস্থা গুরুতর।

ছাত্রলীগের কর্মীরা গতকাল দুপুরে ক্যাম্পাসের করিম ভবনের মোড়ে লাঠিসোটা নিয়ে অবস্থান নিলে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা লাঠি নিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীদের ধাওয়া করে। ছাত্রলীগ কর্মীরা পিছু হটে জামাল হোসেন হলের কেন্টিন ভাংচুর করে ক্যাম্পাসের শেষ মোড়ে অবস্থান নেয়। ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করার জন্য বিকাল ৩টার দিকে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে লাঠি, রামদা, হকিস্টিক, রড নিয়ে শেষ মোড়ের দিকে যেতে থাকলে পুলিশ ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে এসব অস্ত্রপাতি রেখে দিতে চায়। ছাত্রদলের কর্মীরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশকে গালাগাল করতে থাকে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।